জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস

৫ আগস্ট ২০২৬

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২১ শ্রাবণ ১৪৩৩
০৫ আগস্ট ২০২৬

বাণী

আজ মহান জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় বিজয়ের দিন। ২০২৪ সালের এই দিনে নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক ও ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটে। প্রবল গণরোষে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ফ্যাসিস্ট সরকার। জাতি অর্জন করে ঐতিহাসিক বিজয়। এই গৌরবজ্জ্বল অর্জনের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আমি বীর জুলাই যোদ্ধাসহ দেশপ্রেমিক সকল নাগরিককে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি- আবু সাঈদ, মুগ্ধ, ওয়াসিম, ইয়ামিন, ফারহান, নাফিজ, তাইম, নাঈমা, শিশু রিয়া গোপ ও আহাদসহ গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গকারী হাজারো বীর শহীদকে। একই সঙ্গে আন্দোলনে আহত এবং হাত-পা-চোখ হারিয়ে পঙ্গুত্বরবণকারী জুলাই যোদ্ধাদের প্রতিও জানাই গভীর সম্মান ও আন্তরিক সহমর্মিতা। তাঁদের এই বিরল আত্মত্যাগ অসীম সাহস ও অসামান্য অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ করবে এবং তা অনন্তকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকের দুঃশাসন, বৈষম্য, সীমাহীন দুর্নীতি, শোষণ, গুম-খুন, দলীয়করণ; গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হরণ এবং জেল-জুলুমের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের অপ্রতিরোধ্য বহিঃপ্রকাশ। দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা ও কারাগারের দুঃসহ জীবন, বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গায়েবি মামলা-হামলা, দলীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সমাজে বিভাজন, মিথ্যাচার, নির্বিচার দমন-পীড়নের ফলে মানুষের মনে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল তীব্র ক্ষোভ। এরই সঙ্গে প্রশাসন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যাংক-বিমাসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে করা হয়েছিল দুর্বল, অচল ও জনবিচ্ছিন্ন। রাষ্ট্রকে পরিণত করা হয়েছিল ভঙ্গুর, তাবেদার আর মাফিয়া নিয়ন্ত্রিত। এসব অনাচারের ফলে জনমনে সঞ্চিত হয়েছিল ক্ষোভ ও তীব্র অসন্তোষ। ফলে কোটা সংস্কারের আন্দোলন দিয়ে শুরু হলেও নিরস্ত্র শিক্ষার্থী-জনতার ওপর নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে এই ঘনীভূত ক্ষোভ ও জনরোষ দ্রুত রূপ নেয় সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থানে।

এই গণঅভ্যুত্থানে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষক, তরুণ-যুবসমাজ, রাজনৈতিক কর্মী; শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী মানুষ, অভিভাবক, ভ্রাতা-ভগ্নি, কন্যা-জায়া-জননী- সর্বস্তরের মানুষ অসীম সাহস ও ত্যাগের প্রতিজ্ঞা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও সমবেত শক্তিতে রাজপথে নেমে আসেন। এঁরা সবাই জুলাই যোদ্ধা। মানবজাতির ইতিহাসে এমন গণজাগরণ বিরল। জাতি জনমানুষের এই ভূমিকা ও অবদান চিরকাল স্মরণে রাখবে, গর্ববোধ করবে, হবে উজ্জীবিত।

আমার বিশ্বাস, জনগণই সকল রাষ্ট্রক্ষমতার উৎস- গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই চিরন্তন সত্য আবারও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই শহীদদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষায় আমাদের এমন একটি মানবিক ও গণমানুষের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে- যেখানে আর কখনো ফ্যাসিবাদ, স্বৈরাচার এবং উগ্রপন্থার ঠাঁই হবে না। বৈষম্য, দুর্নীতি, দুঃশাসন ও অন্যায়ের অবসান ঘটবে। যেখানে ভোটাধিকার, সাম্য, মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসন, জনস্বার্থ, জবাবদিহি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত হবে।

আমার বিশ্বাস, রাষ্ট্র শহীদ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদান, তাঁদের পরিবারের কল্যাণ, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধের নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করবে।

আসুন, মহান জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক, বৈষম্যহীন ও সুখী-সমৃদ্ধ নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের স্বপ্ন, আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করি।

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে শান্তি, সাম্য, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করুন।

আমি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম

অমর অপরাজেয় জুলাই

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

বাংলাদেশ গণঅভ্যুত্থানের দেশ। এমন গণঅভ্যুত্থানের সময়চিহ্ন বয়ে চলেছে ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৯০ এবং ২০২৪-এর পথ ধরে। ১৯৯০-এর এরশাদ বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের ৩৩ বছর পর চব্বিশের জুলাইয়ে মহাগণঅভ্যুত্থান আমাদের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা হিসেবে থেকে যাবে।

জাগ্রত জনতার বাংলাদেশে শেখ হাসিনার প্রায় ১৬ বছরের দুঃশাসন ও কুশাসনে মানুষ ক্ষোভে-দুঃখে ফুঁসে উঠছিল। কিন্তু কিছুই পেরে উঠছিল না। শেখ হাসিনা মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন করেও একের পর এক পাড় পেয়ে যাচ্ছিলেন। এই নির্লজ্জ কার্যকলাপের জন্য শেখ হাসিনার বিবেক দংশিত হয়নি। শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যথাক্রমে সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ বাহিনী ও আমলাতন্ত্রকে

চরম দলীয়করণের মাধ্যমে কুক্ষিগত করে তার ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। মনে হয়েছিল শেখ হাসিনার দুঃশাসনের কালো রাত্রির অবসান বুঝি আর কখনো হবে না। দেশ এক দীর্ঘকালীন ফ্যাসিবাদী শাসনের পথে এগিয়ে চলছিল। তার শাসন পরিণত হয়েছিল মহাত্রাসনে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জেল-জুলুম, মামলা-হামলা ছিল শেখ হাসিনার দুঃশাসনের নিত্যসঙ্গী। চরম বিভীষিকা সৃষ্টি করে তৈরি করা হয়েছিল আয়নাঘর। আয়নাঘরে দেশপ্রেমিকদের নিরুদ্দেশ করে অত্যন্ত মানবেতরভাবে সংকীর্ণ সেলে আবদ্ধ করে রাখা হতো। এই আয়ানঘর ছিল ব্রিটিশ শাসনের নির্যাতনের সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রতীক আন্দামানের সেলুলার জেলের চেয়েও বহু গুণ নিপীড়নমূলক। শেখ হাসিনার সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার হাতে গোনা বিবেক-বিবেচনাহীন কিছু কর্মকর্তা এই গোপন বন্দিশালা চালু রাখতে সহায়তা করেছিলেন। এই বন্দিশালার নিপীড়ন থেকে সামরিক বাহিনীর কিছু কর্মকর্তাও রেহাই পাননি। তবে সামরিক বাহিনীর বিপুল অংশের সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ ছিল না। শেখ হাসিনা তার ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন এ কারণে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্র আধিপত্যবাদী ভারত তার শাসনকে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। ভারত মনে করে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো বিকল্প নেই। বস্তুত আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের জন্য ভারতীয় আধিপত্যবাদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দোসর। শেখ হাসিনার প্রায় ১৬ বছরের শাসনকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভারতীয় আধিপত্যবাদের পদতলে নৈবদ্য হিসেবে সমর্পণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশকে কুমড়োর ফালির মতো টুকরো টুকরো করে ট্রানজিট করিডোর ও কানেকটিভিটির নামে ভারতের কাছে সঁপে দেওয়া হয়েছিল। শেখ হাসিনা নিজেই বলেছিলেন, ভারতকে যা দিয়েছি, তা তারা চিরকাল মনে রাখবে। শেখ হাসিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেছিলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক স্ত্রীর মতো।' ১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ এজি ফ্রাংক বলেছিলেন, ভারত হচ্ছে একটি আঞ্চলিক উপসাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। ভারত ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার পর থেকে আঞ্চলিক উপসাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালন করে চলছে। বর্তমান হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী কোনো রকমের রাখঢাক না রেখেই অখণ্ড ভারত সৃষ্টির প্রকল্পের কথা জোর গলায় বলছে। শেখ হাসিনা তার স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করতে সঙ্গে নিয়েছিল কিছু দুর্বৃত্ত ধনিকশ্রেণি। এদের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ভল্ট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এরা দেদার ব্যাংকে গচ্ছিত সাধারণ আমানতকারীদের টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল এবং বিদেশে পাচার করেছিল। দেশের বাইরে এদের অর্থবিত্তের অঢেল ব্যবহারের কাহিনি আমরা মিডিয়ার বদৌলতে জানতে পারছি। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও ৮১ মিলিয়ন ডলার পাচার করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, শেখ হাসিনা ও তার সাঙাতরা দেশের ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সিয়াল

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ শ্রাবণ ১৪৩৩
০৫ আগস্ট ২০২৬

বাণী

স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য ৫ আগস্ট আনন্দের দিন, বিজয়ের দিন, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে আজ থেকে ঠিক দুই বছর আগে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, এই দিনে দেশের বীর ছাত্র-জনতা এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে।

গণঅভ্যুত্থানের মুখে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। রাহুমুক্ত হয় বাংলাদেশ। বীর ছাত্র- জনতার রক্তস্নাত এই দিনটিকে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ফ্যাসিবাদের পতন এবং দেশে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার তথা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বিএনপিসহ ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতের মানুষকে সীমাহীন নির্যাতন-নিপীড়ন সইতে হয়েছিল। অসংখ্য মানুষ গুম, খুন, অপহরণ, হামলা, মামলা, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আপোষহীন দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়াকেও মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর জালিমের কারাগারে কাটাতে হয়েছে।

গণতন্ত্রকামী মানুষের কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পলাতক স্বৈরাচারের নির্দেশে দেশে গড়ে তোলা হয়েছিল শত শত গোপন বন্দিশালা- 'আয়নাঘর'। 'আয়নাঘরের' অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এক সীমাহীন অনিশ্চয়তায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অগণিত মানুষকে আটকে রাখা হয়েছিল। অনেককে চিরতরে গুম করে ফেলা হয়েছে। বিএনপির সাবেক এমপি ইলিয়াস আলী ও কমিশনার চৌধুরী আলমসহ এমন অনেক নেতাকর্মীর আজও সন্ধান মেলেনি।

বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশনসহ দেশের সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করে ফেলা হয়েছিল। সংবিধান উপেক্ষা করে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল; নির্বাচনকে পরিণত করা হয়েছিল প্রহসনে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে দেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছিল।

ব্যাংকিং খাতকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি, লুটপাট আর টাকা পাচারকেই স্বাভাবিক কাণ্ডে পরিণত করে ফেলা হয়েছিল। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ব্যক্তিতন্ত্র। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।

দেশের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ, বীর ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, রিকশাচালক, মুটে-মজুর, পোশাকশ্রমিক, হোটেল-রেস্তোরাঁকর্মী, পরিবহণ শ্রমিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, গৃহবধূ, নারী ও শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে নেমে এসেছিলেন। গণঅভ্যুত্থান দমনে মরিয়া ফ্যাসিস্ট সরকার রাজপথে গণতন্ত্রকামী জনগণের বুকে গুলি করে পাখির মতো মানুষ হত্যা করেছে। এমনকি জনগণের ওপর হেলিকপ্টার থেকেও গুলি চালানো হয়েছিল। স্বৈরাচারের বেপরোয়া গুলি থেকে মায়ের কোলে থাকা শিশু পর্যন্ত রেহাই পায়নি।

স্বৈরাচারের বন্দুকের সামনে রংপুরের সাহসী প্রাণ শহীদ আবু সাঈদের চিতানো বুক, চট্টগ্রামের শহীদ ওয়াসিম আকরাম কিংবা ঢাকার শহীদ মুগ্ধসহ আমাদের অসংখ্য সাহসী সন্তান হয়ে উঠেছিলেন গণতন্ত্রকামী মানুষের সাহসী প্রেরণা। শুধু জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানেই হাজারো মানুষ শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষ। শত শত মানুষ হাত-পা ও শরীরের অঙ্গ হারিয়ে চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন; অনেকেই আজীবনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

হাজারো প্রাণের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। গণতন্ত্রকামী জনগণের সম্মিলিত আন্দোলনে ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট গণভবন ছেড়ে পালিয়েছে। জাতীয় সংসদ ছেড়ে কথিত সংসদ সদস্যরা পালিয়েছে। আদালত ছেড়ে প্রধান বিচারপতি পালিয়েছে। বায়তুল মোকাররম ছেড়ে প্রধান খতিব পালিয়েছে। মন্ত্রিসভা ছেড়ে মন্ত্রীরা পালিয়েছে। ফ্যাসিবাদের দোসররা আত্মগোপনে চলে গেছে। ৫ আগস্ট বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের ইতিহাসেও এক নজিরবিহীন ঘটনা।

১৯৭১ থেকে আজ পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি বাঁকে লাখো মানুষ আত্মত্যাগ করেছেন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সব শহীদকে স্মরণ করছি। দেশ ও জনগণের স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য শহীদরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের ঋণী করে গেছেন। প্রতিটি শহীদ পরিবারের কাছে বাংলাদেশ ঋণী। এখন শহীদদের প্রতি আমাদের ঋণ পরিশোধের পালা।

জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক, স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে শহীদদের প্রতি আমাদের ঋণ পরিশোধের আন্তরিক প্রচেষ্টাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

হাজারো শহীদের রক্তে স্নাত রাজপথে অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছে। রক্তে অর্জিত এই জাতীয় ঐক্য যেকোনো মূল্যে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের মধ্যে নানা ইস্যুতে ভিন্নমত থাকবে, এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু ভিন্ন চিন্তা, ভিন্নমত যাতে শত্রুতায় পর্যবসিত না হয়, সে ব্যাপারে গণতন্ত্রের পরে প্রতিটি রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী, আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বাংলাদেশে আর কখনোই স্বৈরাচার, ফ্যাসিবাদ, চরমপন্থা কিংবা উগ্রবাদ কায়েম হবে না, কখনোই দেশকে তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে দেওয়া হবে না। এইসব মৌলিক প্রশ্নে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐক্য অটুট আছে এবং থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

১৯৭১ সাল ছিল স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ, আর ২০২৪ সাল ছিল দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশ কখনো ভোলেনি, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের শহীদদেরও বাংলাদেশ কখনো ভুলবে না।

তারেক রহমান

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর মুক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রথম জনসম্মুখে আসেন সেনাকুঞ্জে সশস্ত্রবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে

জুলাই গণঅভ্যুত্থান: ইতিহাসের শিক্ষা ও একটি জাতির পুনর্জাগরণ

আহমেদ আযম খান, এমপি

আজ ৫ আগস্ট, জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। দীর্ঘ ১৭ বছরের রক্তাক্ত আন্দোলন , দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুদৃঢ় আপসহীন নেতৃত্ব, দেশনায়ক জনাব তারেক রহমান এর ক্যারিসমায় দেশ এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দুর্বার আন্দোলনের দাবানল তৈরির মাধ্যমে তদানন্তন ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন আজকের এই দিনে। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহীদকে। তাদের বিদেহি আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা প্রকাশ করছি। আমি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাদের ত্যাগ, বীরত্ব ও অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। একই সাথে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতা, লাখ লাখ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের মুক্তিকামী মানুষকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জনগণের ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) যে নিরবচ্ছিন্ন ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের ঐতিহাসিক পরিণতি। বিএনপির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক, মানবিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের সুস্পষ্ট জাতীয় রূপরেখা জাতির সামনে উপস্থাপন করেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, বিএনপির দীর্ঘ সতেরো বছরের নিরলস সংগ্রাম এবং ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ একই ইতিহাসধারায় মিলিত হয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে জাতীয় পুনর্জাগরণের এক অনন্য প্রতীকে পরিণত করেছে।

আত্মত্যাগ থেকে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারের অভিযাত্রা

জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেবল একটি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনাই নয়; এটি রাষ্ট্রের নৈতিক দায়বদ্ধতা ও জনকল্যাণমূলক দায়িত্ববোধেরও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো, যে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এই গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছে, সেই আত্মত্যাগকে যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেওয়া এবং শহীদ পরিবার ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের সম্মান, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র কখনো তার বীর সন্তানদের আত্মত্যাগকে কেবল ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তাদের অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা এবং টেকসই কল্যাণব্যবস্থার মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে তোলে।

৫ আগস্ট ২০২৪ গণভবনে প্রতিবাদী ছাত্র-জনতা

আমরা বিশ্বাস করি, জাতির ইতিহাসে যাঁরা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বও সর্বোচ্চ। এই বিশ্বাস থেকেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণ, আহত জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং তাঁদের পরিবারগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার জুলাই সনদের ভিত্তিতে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ কোনো সাময়িক সহায়তা কর্মসূচি নয়; বরং রাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতা, মানবিক দায়বদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাস সংরক্ষণের একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় অঙ্গীকার। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বিত পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামো এবং কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রীদের হামলা করছে

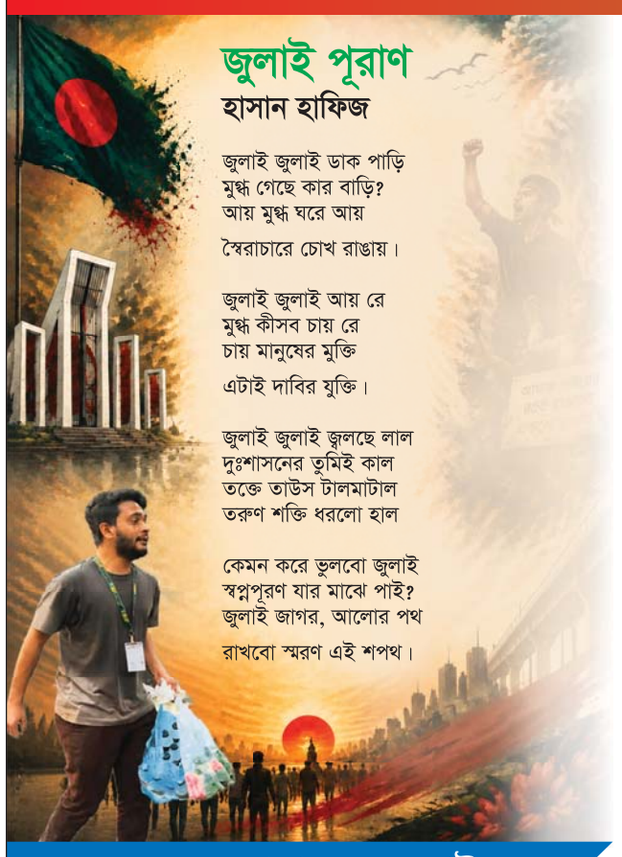

জুলাই পূরাণ

হাসান হাফিজ

জুলাই জুলাই ডাক পাড়ি
মুগ্ধ গেছে কার বাড়ি?
আয় মুগ্ধ ঘরে আয়
স্বৈরাচারে চোখ রাঙায়।

জুলাই জুলাই আয় রে
মুগ্ধ কীসব চায় রে
চায় মানুষের মুক্তি
এটাই দাবির যুক্তি।

জুলাই জুলাই জ্বলছে লাল
দুঃশাসনের তুমিই কাল
তক্তে তাউস টালমাটাল
তরুণ শক্তি ধরলো হাল

কেমন করে ভুলবো জুলাই
স্বপ্নপূরণ যার মাঝে পাই?
জুলাই জাগর, আলোর পথ
রাখবো স্মরণ এই শপথ।

অমর অপরাজেয় জুলাই

সেক্টরের মেরুদণ্ড যেভাবে ভেঙে দিয়েছেন, তা থেকে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পক্ষে সামলে ওঠা কঠিন হবে। শেখ হাসিনার ব্যবসায়ী সাঙাতরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচিতি পেয়েছে অলিগার্ক হিসেবে। জনগণের অর্থ নির্লজ্জভাবে কিছু পছন্দের ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত

খুব কম দেশেই আছে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে শেখ হাসিনার শাসনকে শুধু ফ্যাসিবাদই নয়, মাফিয়া শাসন বললে অত্যুক্তি হবে না। শেখ হাসিনা ছিলেন মাফিয়ার রানি। মাফিয়াতন্ত্রের জননী হিসেবে তিনিও এর বেনিফিশিয়ারি। ব্যাংকগুলো লোপাট হয়ে যাওয়ার ফলে ভাগ্য বিড়ম্বিত আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে প্রয়োজনমতো টাকা তুলতে না পেরে চরম হতাশায় নিমজ্জিত।

শেখ হাসিনার শাসনামলের অনাচার-দুরাচারের এবং নির্যাতন-নিপীড়নের কাহিনি বলে শেষ করা যাবে না। মনে হয়েছিল দুঃশাসনের অমানিশার অবসান বুঝি আর হবে না। এলো ২০২৪-এর জুলাই। জুলাইয়ের শুরুতে একদল ছাত্রছাত্রীর নেতৃত্বে গড়ে উঠল কোটা সংস্কার আন্দোলন। কোটা সংস্কারের মাধ্যমে ছাত্রসমাজ চেয়েছিল বৈষম্যের অবসান। এভাবে একটি সুনির্দিষ্ট ও সীমিত আকারের দাবি হয়ে উঠল বিশাল সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত এক আন্দোলন। কোটা সংস্কার থেকে আন্দোলনটির উত্তরণ ঘটল 'বৈষম্যবিরোধী' আন্দোলনে। এই বৈষম্যবিরোধী আওয়াজ ছিল অনিবার্য। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য ভয়াবহ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচক–অর্থাৎ গিনি সহগ দশমিক ৫০ পর্যন্ত প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন বৈষম্যের সূচক খুবই বিপজ্জনক। বৈষম্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলে সামাজিক বিস্ফোরণ

অনিবার্য হয়ে ওঠে। ২০২৪-এর জুলাই গণঅভ্যুত্থান হয়ে উঠেছিল এমনই এক বিস্ফোরণ। বাংলাদেশ আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনীয়। এদেশে যুগে যুগে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো অভ্যুত্থান ঘটে। বাংলাদেশ যেন এমন এক আগ্নেয়গিরি, যে আগ্নেয়গিরি কিছুকাল ঘুমন্ত থেকে হঠাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে। উগড়ে দেয় তপ্ত লাভাস্রোত ও অগ্নিকুণ্ড। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো–দেশটির এই বৈশিষ্ট্য শাসকগোষ্ঠীর বেশির ভাগ অংশ বুঝতে সক্ষম হয়নি।

শেখ হাসিনার দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করার জন্য আরও একটি গোষ্ঠীর ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন তথাকথিত কিছু সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী-সাহিত্যিক ও আত্মধিক্কৃত কিছু সাংবাদিক। এরা শেখ হাসিনার দুঃশাসন পুনরুৎপাদন করতে বয়ান সৃষ্টি করেছেন। যে বয়ানে জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি হিসেবে। এই বয়ানের বর্ষাফলক নিক্ষিপ্ত হয়েছে মৌলবাদের নামে বিপুল দেশপ্রেমিক মানুষকে নির্মল করতে। খুঁজে খুঁজে জঙ্গিবাদের ডেরা আবিষ্কার করে নিরীহ মানুষকে খুন করা হয়েছে।

ছাত্র-তরুণদের আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছিল ১ জুলাই ২০২৪। লক্ষণীয় যে, আন্দোলনের সূচনাতেই শত শত শিক্ষার্থী রাজপথে নেমে আসে। বোঝাই যাচ্ছিল আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বেগবান হয়ে উঠবে। হাইকোর্টের একটি রায়, একে রায় না বলে ফরমায়েশি রায় বলা চলে। ছাত্রসমাজকে প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত করে তোলে। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, সরকার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আদালতের রায় ব্যবহার করে আন্দোলনকে বানচাল করতে চাইছে। ১৬ থেকে ১৮ জুলাই পুলিশ-র‍্যাবের হত্যাকাণ্ড

ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে ছাত্রসমাজের পক্ষে কোনোক্রমেই আপসের পথে হাঁটার সুযোগ ছিল না। কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের নামে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ভুয়া বিবৃতি প্রচার করা হয়। এ সময় কয়েকজন কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়। সেখানে তাদের বশ করতে নির্মম দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু আন্দোলন এতটাই ফুঁসে ওঠে যে, কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের আটক করে রাখা সম্ভবপর হয়নি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ে ১৪ জুলাই কোটা সংস্কার দাবিতে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের প্রতি ইঙ্গিত করে অপমানজনক মন্তব্য করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (এখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত)। শেখ হাসিনা তার চিরাচরিত অবিমৃশ্যকারিতায় মন্তব্য করেছিলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিরাও-পুতিরাও পাবে না? তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে? আমার প্রশ্ন–দেশবাসীর কাছে।' শেখ হাসিনা যেদিন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের রাজাকারের নাতি-পুতি বলে গালমন্দ করেছিলেন, সেই দিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলে পাশাপাশি ছাত্রীদের পাঁচটি হলের ফটকের তালা ভেঙে বের হয়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে জড়ো হয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা সে রাতে স্লোগান তুলেছিল, 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার।' আপত্তিকর মন্তব্যে শেখ হাসিনার জুড়ি নেই। আপত্তিকর মন্তব্য হয়ে উঠেছিল ৫ আগস্ট ২০২৪ শেখ হাসিনার পতনের অন্যতম কারণ। ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদের ওপর আক্রমণ করে ছাত্রলীগ। দুষ্কৃতকারী ছাত্রলীগ সেদিন নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্রফ্রন্টের সন্ত্রাসীদের দ্বারা অতীতে এভাবে নির্বিচারে ছাত্রছাত্রীদের ওপর আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়নি। আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলে অপমান করা এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের বর্বরতা–এই দুই ঘটনা আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এরপর আন্দোলন দমনে কারফিউ জারি করা হয়। আওয়ামী লীগ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বললেন, 'কারফিউ মানে কারফিউ। দেখা মাত্র গুলি করা হবে। শেখ হাসিনার অনুগত পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এমনকি সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য কারফিউ বলবৎ করতে গিয়ে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শত শত মানুষ হত্যা করে। হাজার হাজার মানুষকে আহত করা হয়। এদের কেউ চোখ হারিয়ে অন্ধত্ব বরণ করেছেন। কেউ হাত-পা হারিয়েছেন, কিংবা দেহের কোনো অংশে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আহতদের অনেককে গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পরেও চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।

২০২৪-এর জুলাই অভ্যুত্থানে কয়েকটি শহীদি মৃত্যু অভ্যুত্থানটিকে মহীয়ান করে তোলে। রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ দুহাত তুলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে পুলিশ শটগান থেকে গুলি করলে আবু সাঈদ বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদতবরণ করেন। সেজন্যই ঢাকা নগরীর গ্রাফিতিতে লেখা হয়েছিল–বুকের ভেতর অনেক ঝড়, পারলে গুলি কর। আবু সাঈদ আজ শহীদি মৃত্যুর আইকনে পরিণত হয়েছেন। যত দিন

এ মাটি, এ স্বদেশ থাকবে, তত দিন এ স্বদেশবাসী আবু সাঈদকে স্মরণ করবে পরম শ্রদ্ধায়, পরম ভালোবাসায়। আবু সাঈদকে নিয়ে অধ্যাপক, কবি কাজী মারুফ 'ও ভাই হামাক এনা বোন কয়া ডাকরে' শিরোনামে একটি হৃদয়ছোঁয়া কবিতা লিখেছেন গণঅভ্যুত্থানের দুবছর পূর্তিতে। কবিতাটি এমনভাবে হৃদয় ছুঁয়ে যায় যে, আমি তা উদ্ধৃত না করে পারিনি :

যদিও আষাঢ় শেষ, তবে এটা কোনো আষাঢ়ে গল্প নয়
এখনো এই বাংলায় আবু সাঈদের রক্ত কল্প লেখা হয়।
এক তারুণ্য এই চাটুকার সময়ে কোথা থেকে আসে!
এই স্বৈরাচারে আচ্ছাদিত আকাশের নিচে এমন সাহসের মেঘ জমে
কি ছিল আমার নাম
কি ছিল তোমার নাম
কে ছিল তোমার বাবা, কার গর্ভে জন্মেছিলে তুমি?
ঐ যে আর্তনাদে যে কিশোরী নামিয়েছে বৃষ্টি, সেই কি তোমার বোন সুমি?
এসব আমরা আগে জানিনি কিছু
কেবলই দেখেছি প্রতিজ্ঞার জ্যোতি চলেছে তোমার পিছু পিছু
দিগন্ত ছোঁয়া তোমার প্রসারিত দুহাত কালো শার্টে বোতাম চিরে টান টান ছিল
তাই তো শাসকের বুলেট তোমাকে করে সহজ নিশানা।
সূর্যের চোখে চোখ তোমার
তুমি জানতে তোমাকে ভয় পাবে স্বৈরাচার?
মা কান্দে, বাবা ধন আয়রে বুকে ফিরে
থমকে থাকে বাবা, বুকে ব্যথার হিমালয়
কান্দে সুমি, ও ভাই হামাক এনা বোন কয়া ডাকরে!
এ কান্নায় কোথাও কি কেঁপে ওঠে খোদার আরশ!
এরপরেও কি থামবে না বেহায়া রাক্ষস?
আমি জানি না কোথায় খোদার আরশ, কবে হবে তার বিচার।
তবে আবু সাঈদ, তুমি নিশ্চয় জানবে এ দেশে পার পায়নি কোনো স্বৈরাচার।

একইভাবে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ মীর মুগ্ধ, শহীদ ফারহান ফাইয়াজ, শহীদ আনাছসহ শত শত শহীদের বীরত্বপূর্ণ নিঃস্বার্থ আত্মদান স্মরণ করিয়ে দেয় ৫২-এর শহীদদের নিয়ে কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের লেখা সেই অমর ছত্রটি : 'বুলেট শুধু রক্ত ঝরাতে পারে, প্রাণ অথবা এমন কিছু নয়।' জুলাই অভ্যুত্থানে যারা প্রাণ দিয়েছিলেন, তারা জানতেন, তারা আর ঘরে ফিরে আসবেন না। নবম শ্রেণির কিশোর ছাত্রটি যখন মায়ের কাছে চিঠি রেখে গেল, মা আমি আর স্বার্থপর থাকতে পারছি না। আমি গেলাম, আমাকে ক্ষমা করে দিও। জানি না সেই মা এখন কি ঘুমোতে পারে? পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছিলেন, একটা মরে, আরও দশটা এগিয়ে আসে। ভাবতে অবাক লাগে কোথা থেকে এ তরুণরা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এবং মাদরাসার ছাত্ররা এমন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে কোনো বুলেট-বেয়নেট তাদের রুখতে পারেনি। তারা অম্লান বদনে প্রাণ উৎসর্গ করে মৃত্যুহীন হয়ে গেলেন।

এত আত্মত্যাগ, এমন সাহসিকতাময় মৃত্যু, এমন রক্তবন্যা বয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার পক্ষে তার ক্ষমতা ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঢাকাসহ সারা দেশের ঘটনাবলির সেনা ছাউনিতেও ঝাঁকুনি সৃষ্টি করে।

সৈনিক জনতার মনোভাব একবিন্দুতে এসে দাঁড়ায়। অভ্যুত্থানের চরম পর্যায়ে ৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সেনা সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় তরুণ কর্মকর্তারা সাধারণ ছাত্র-জনতার ওপর দমনপীড়ন না চালানোর স্পষ্ট বার্তা দেন, যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেনাপ্রধানের নীতিগত অবস্থান, পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। ৪ ও ৫ আগস্টের সামরিক বৈঠকে শেখ হাসিনাক ক্ষমতাচ্যুত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি রয়টার্সসহ বিভিন্ন জাতীয় ও

জুলাই বাংলাদেশ

আবদুল হাই শিকদার

আমার ভাইয়ের রক্তমাখা জুলাই অনিঃশেষ,
জুলাই তুমি স্বাধীন সকাল তুমিই বাংলাদেশ।

তুমি আমার কালবোশেখী টর্নেডো টাইফুন,
তুমি আমার জোছনা ও রোদ ভাতের থালায় নুন।
তুমি আমার দীপ্ত বিজয় ধান কাউনের গান,
তুমিই অসীম অন্ধকারে আলোর অভিযান।

হাজার নদী রক্ত ঢেলে দুয়ার খোলে ভোরের,
দানববংশ ধ্বংস করে বিনাশ করে চোরের।
গুমপুরীতে আনলো জুলাই দোয়েল পাখির শিস,
জুলাই তুমি আবু সাঈদ তোমাকে কুর্নিশ।

জুলাই ছিল থাকবে জুলাই আসবে জুলাই আরো,
মুগ্ধতাময় এমন জুলাই হয়নি দেখা কারো।
আনলো জুলাই মুক্ত স্বদেশ ফিরলো স্বাধীনতা,
করলো দাফন দাসত্ব আর সকল অধীনতা।
নিজের চোখে আকাশ দেখার অহংকারের দিন,
জুলাই আমার স্বপ্ন আঁকা সাত রঙে রঙিন।

আমার মায়ের বক্ষফাটা জায়নামাজের দোয়া,
জুলাই তুমি আমার বোনের অশ্রু দিয়ে ধোয়া।
আমার শিশুর রক্তে নাওয়া জুলাই অনিঃশেষ,
জুলাই তুমি থাকলে জেগে বাঁচবে বাংলাদেশ।

সংহতি আর ঐক্য দিয়ে বিভেদ করো শেষ,
জুলাই তুমি একলা আশা তুমিই বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে উঠে আসে। ৫ আগস্ট ২০২৪ নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে তার প্রভুর দেশ ভারতে আশ্রয় পান। তিনি এখন ভারত সরকারের অতিথির মর্যাদায় দিল্লিতে অবস্থান করছেন এবং মাঝেমধ্যে বক্তব্য-বিবৃতি প্রচার করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে আস্ফালন করছেন। শেখ হাসিনা বলতেন, শেখ হাসিনা পালায় না। সেই শেখ হাসিনাকে কার্যত জনতার রুদ্ররোষের মুখে প্রাণ বাঁচাতে পালাতেই হয়েছে। তার সঙ্গে ভারতে পালিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রীসহ কয়েকশ আওয়ামী নেতা। এদের জন্য ভারতই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মাতৃভূমি।

দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকে শেখ হাসিনা রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে গেছেন। এগুলোকে দাঁড় করাতে অনেক শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন। বাংলাদেশে জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র নিরাপদ করতে হলে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে আধিপত্যবাদের ছোবল থেকে রক্ষা করতে হলে জাতীয় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। রাজনীতিতে মতপার্থক্যগুলো আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দূর করে সমাধানে পৌঁছাতে হবে। মনে রাখতে হবে, গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সংসদ গঠিত হয়েছে, সেই সংসদের সব দল ও মতের সদস্যদের অভিন্ন শত্রু আওয়ামী লীগ। এ বিষয়টি সবার মাথায় থাকতে হবে। অনৈক্য ও বিভাজনের রাজনীতি শত শহীদের রক্তের প্রতি বেঈমানির শামিল হবে। জুলাই অভ্যুত্থানের দুবছর পূর্তিতে আমাদের সম্মিলিত শপথও কোনো ধরনের অনৈক্য ও বিভেদকে আমরা প্রশ্রয় দেব না। ❑

লেখক: জাতীয় অধ্যাপক ও রাষ্ট্রচিন্তক

জুলাই গণঅভ্যুত্থান: ইতিহাসের শিক্ষা ও একটি জাতির পুনর্জাগরণ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মর্যাদা রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের শ্রদ্ধা জানানো এবং আহতদের কল্যাণ নিশ্চিত করা কেবল কোনো দাপ্তরিক দায়িত্ব নয়, এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নৈতিক অঙ্গীকার। এই ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা পূরণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ও শহীদ পরিবারসহ আহতদের পাশে দাঁড়াতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নানামুখী আইনগত ও প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত

'বিশেষ সেল' পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা হয়। ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের 'Allocation of Business' সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারির পর ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হয় 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর'। জুলাই যোদ্ধাদের দেশে-বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। একই সাথে আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে অধ্যাদেশ এবং ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার এবং জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন আইন, ২০২৬' সহ বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

নিবিড় ও সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই শেষে এখন পর্যন্ত ৮৪৩ জন শহীদ এবং ১৪,৩৮৭ জন জুলাই যোদ্ধাকে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে । জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে 'ক' শ্রেণির ৯৯০ জন, 'খ' শ্রেণির ১,৪১৮ জন এবং 'গ' শ্রেণি ১১,৯৭৯ জন রয়েছে। জুলাই যোদ্ধাদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যারা তালিকাভুক্ত হতে পারেননি তাদের তালিকাভুক্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

শহীদ পরিবারের কল্যাণ ও সার্বিক পুনর্বাসন

শহীদ পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৩০ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। সঞ্চয়পত্র ও ভাতা বাবদ শহীদ পরিবারগুলোর পেছনে ইতিমধ্যে মোট ২৫০ কোটি ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

আহত জুলাই যোদ্ধাদের এককালীন অনুদান হিসেবে 'ক' শ্রেণির জন্য ৫ লক্ষ টাকা, 'খ' শ্রেণির জন্য ৩ লক্ষ টাকা ও 'গ' শ্রেণির জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আহত জুলাই যোদ্ধাদের মাসিক ভাতার আওতায় এনে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। 'ক' শ্রেণির জন্য মাসিক ২০ হাজার টাকা, 'খ' শ্রেণির জন্য মাসিক ১৫ হাজার টাকা এবং 'গ' শ্রেণির জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রদেয় রাষ্ট্রীয় সহায়তা

দেশের সব জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত চিকিৎসাকেন্দ্রে আহত জুলাই যোদ্ধাদের বিনামূল্যে অগ্রাধিকার চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। জটিল রোগীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও রাশিয়া সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষায়িত হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ১৫৪ জন আহত যোদ্ধাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। থাইল্যান্ডে চিকিৎসা শেষে ১১৫ জন দেশে ফিরেছেন এবং বর্তমানে ৩৯ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, জুন ২০২৬ পর্যন্ত শহীদ পরিবারের সঞ্চয়পত্র, অনুদান, মাসিক ভাতা ও চিকিৎসা বাবদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বমোট ১,০০৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৪২ টাকা ব্যয় করেছে।

আহত জুলাই যোদ্ধা

আগামীর অঙ্গীকার ও ইতিহাস সংরক্ষণ

অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি চিরতরে অক্ষমতার শিকার হওয়া জুলাই যোদ্ধাদের তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা অনুসারে আত্মনির্ভরশীল জীবন গড়ে তোলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। একই সাথে ঐতিহাসিক এই স্মৃতি ও বীরত্ব গাথা চিরস্মরণীয় করে রাখতে শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং বস্তুনিষ্ঠ নথি সংরক্ষণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে এবং জুলাই শহীদদের সমাধিস্থল সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বীরত্বপূর্ণ পথচলা, আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আজীবন সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের 'সবার আগে বাংলাদেশ' গড়ার দূরদর্শী আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আজ আমরা সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে চলেছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা এবং জুলাই শহীদ ও বীর যোদ্ধাদের অসীম ত্যাগ, একটি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ নির্মাণের চালিকাশক্তি হয়ে নিরন্তর আমাদের পথ দেখাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান অমর হোক; বীর শহীদ ও জুলাই যোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। ❑

লেখক: মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কেন্দ্রীয় শহীদমিনারে ছাত্র-জনতা